যুগান্তর

তারিখ ... 2 9 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

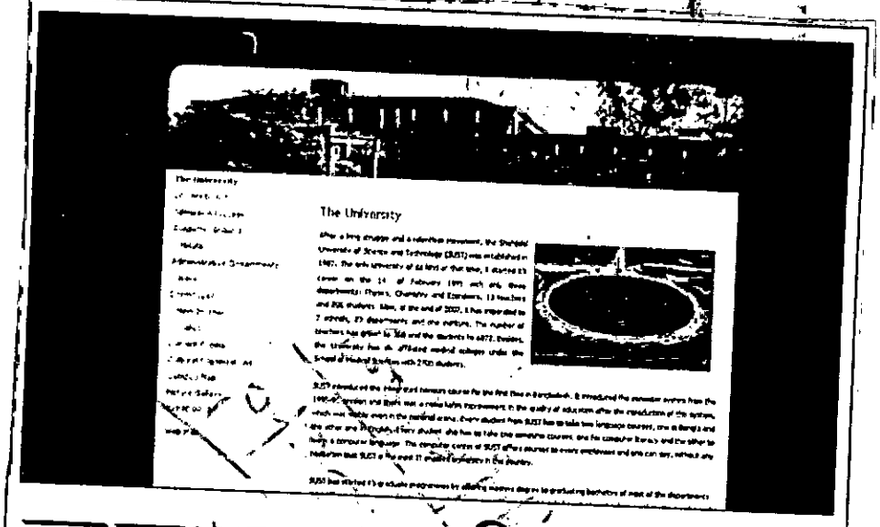

ভুল তথ্যে ভরপুর শাবির ওয়েবসাইট ৪ বছর আপডেট করা হয়নি

নাঈমুল করীম নাঈম, *শাবি প্রতিনিধি*

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের প্রভাষক আবদুল মুনিম নোমান মৃত্যুবরণ করেছেন ২০০৫ সালে সড়ক দুর্ঘটনায়। গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. গৌরাঙ্গ দেব রায় মৃত্যুবরণ করেন ২০০৮ সালে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট **www.sust.edu** দেখে বোঝার কোন উপায় নেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। এরকম অসংখ্য ভুলে ভরা তথ্য থাকলেও শাবি'র ওয়েবসাইট দীর্ঘ ৪ বছরেও আপডেট করা হয়নি। ভিসি দফতর, রেজিস্ট্রার দফতর, লাইব্রেরি দফতর, হিসাব দফতর, ছাত্রকল্যাণ দফতর, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর, প্রকৌশল দফতরসহ একাডেমিক-প্রশাসনিক সব বিভাগেই রয়েছে অসংখ্য ভুল তথ্যের ছড়াছড়ি।

শাবি'র প্রখ্যাত লেখক প্রফেসর ড. জাফর ইকবালের স্ত্রী প্রফেসর ড. ইয়াসমীন হক ছাত্রীহল প্রভোস্ট হয়েছেন গত মাসে অথচ ওয়েবসাইটে রয়েছে জোবেদা কনক খানের নাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হিসেবে ওয়েবসাইটে এখনও রয়েছে জামিল আহমেদ চৌধুরীর নাম। যদিও বর্তমানে ইশফাকুল হোসেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা হিসেবে প্রফেসর ড. ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস দায়িত্ব পালন করলেও ওয়েবসাইটে রয়েছে প্রফেসর ড. হাবিবুল আহসানের নাম। ওয়েবসাইটে বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. সালেহ উদ্দিনের পিএ হিসেবে রয়েছে দুর্নীতির দায়ে অপসারিত মুসলেহ উদ্দিনের সেই পিএ কালাম আহমেদ চৌধুরীর নাম। প্রফেসর ড. কবির হোসেনকে এগ্রিকালচার এন্ড মিনারেল সাইন্স অনুষদের ডিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি বর্তমানে লিডিং ইউনিভার্সিটির প্রো-ভিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে ওই পদে প্রফেসর ড. জাকির হোসেনের নাম উল্লেখ নেই। ২০০৬ সালে পলিটিক্যাল স্টাডিজ এন্ড পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগকে ভেঙে দুটি আলাদা বিভাগ করলেও ওয়েবসাইটে এ ব্যাপারে কোন উল্লেখ নেই। ওই বিভাগের শিক্ষকদের পদবি পরিবর্তন হলেও এ ব্যাপারে কোন উল্লেখ নেই। বর্তমানে দিলারা রহমান এসোসিয়েট প্রফেসর হলেও ওয়েবসাইটে এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে তার নাম উল্লেখ রয়েছে। আনোয়ারা বেগম, জহিরুল হক শাকিল, মাসুদ সরকার, আশরাফুর রহমান, সৈয়দা ইসমত আরা জাহান, ফাহমিদা আকতার ২ বছর আগে এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হলেও ওয়েবসাইটে তাদের প্রভাষক হিসেবে উল্লেখ করা আছে। বর্তমানে ওই বিভাগে ড. আবদুল কুদ্দুস, রেদওয়ানুর রহমান, জহির রেজা চৌধুরী চাকরি ছেড়ে চলে গেলেও ওয়েবসাইটে তাদের নাম উল্লেখ রয়েছে। গণিত বিভাগের জিয়াউল হক, শফিকুল ইসলাম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক শাহীন আহমেদ, মোঃ আবু তাহের, মোঃ আবিদুর রহমান, আহমেদ শাহরিয়ার কোরাইশী, আবদুল ওয়াহাব চৌধুরী, নৃবিজ্ঞান বিভাগে কাজী আফজাল আহমেদের চাকরিচ্যুতি হলেও ওয়েবসাইটে তাদের নাম উল্লেখ করা আছে। ভিসি দফতরের জুনিয়র অফিসার নাঈম উদ্দিন আহমেদ, পিএ হাবিবুর রহমান, রেজিস্ট্রার দফতরের ইশফাকুল হোসেন, মোঃ আবু হেলাল চৌধুরী, মোঃ নাজিম উদ্দিন খানসহ অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদবি পরিবর্তন হলেও ওয়েবসাইটে তাদের আগের পদবি উল্লেখ রয়েছে। এক বছর আগে আবদুল হাই সামেনীকে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হলেও তিনি এখনও ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান।